

এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূৰ্বাবস্থা।



শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক
প্রণীত।

Published by

porua.org

ভূমিকা।

আর্য্যবংশীয় মহিলাগণ! আপনাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইল। ইহা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্বকালে এতদেশীয় অঙ্গনাগণ সর্বপ্রকারে সম্মানিত ও পূজিত হইতেন, এজন্য অদ্যাবধিও এই সংস্কার যে স্ত্রীলোক দেবীস্বরূপ—স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ ভগবতি। পূর্বকালে অঙ্গনাগণের শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা হইত না—প্রকৃত অন্তর শিক্ষা হইত, এই কারণে তাঁহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান ছিল। তাঁহারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না। এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক অনেক প্রণালী বিবেচিত হইতেছে কিন্তু আসল শিক্ষা ঈশ্বরকে আদর্শ না করিয়া হইতে পারে না। স্ত্রীলোক যে অবস্থাতেই থাকুন—বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা, সধবা কিম্বা বিধবা, সম্পদে কিম্বা বিপদে, আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে ঐহিক কিম্বা পারত্রিক মঙ্গল বা উন্নতি সাধন কখনই হইতে পারে না। এই সত্যের প্রতি মন নিবেশ করিবার জন্য, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিলাম। আমার প্রাণগত প্রার্থনা এই যে, আপনাদিগের চিত্ত যেন নিরন্তর ঈশ্বরেতে মগ্ন থাকে।

সূচীপত্র ।

<u>আর্য্য রাজ্য</u>	<u>১</u>
<u>ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধ</u>	<u>৪</u>
<u>উচ্চ সদ্যোবধ দেবহুতি</u>	<u>৭</u>
<u>শত্রু</u> <u>কেশিনী</u> <u>সতী</u> }	<u>৮</u>
<u>অনুসূয়া</u> <u>কৌশল্যা</u> <u>সীতা</u> }	<u>৯</u>
<u>সাবিত্রী</u>	<u>১১</u>
<u>দময়ন্তী</u> <u>শকুন্তলা</u> }	<u>১২</u>
<u>গান্ধারী</u>	<u>১৩</u>
<u>কুন্তী</u>	<u>১৪</u>
<u>দ্রৌপদী</u>	<u>১৫</u>
<u>সভদ্রা</u>	<u>১৭</u>
<u>বৃষ্ণিনী</u>	<u>১৯</u>
<u>পাতিব্রত ধর্ম্ম</u>	<u>২০</u>
<u>অহল্যা বাই</u>	<u>২১</u>
<u>সংযুক্তা</u>	<u>২৩</u>
ক্ষত্রিয় নারীদিগের বীরভাব	২৪

<u>অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের অন্যপ্রকার শিক্ষা</u>	<u>২৫</u>
	<u>২৮</u>
<u>পুনর্বিবাহ, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য</u>	<u>৩১</u>
<u>বিবাহ</u>	<u>৩৩</u>
<u>স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে গমন</u>	<u>৩৮</u>
<u>রাণীদিগের রাজ্য গ্রহণ</u>	<u>৩৯</u>
<u>পরিচ্ছদ ও গমনাগমন</u>	<u>৪১</u>
<u>বৌদ্ধ মত</u>	<u>৪১</u>
<u>রাণীদিগের গৃহ</u>	<u>৪৩</u>
<u>দায়াদি</u>	<u>৪৪</u>
<u>চৈতন্য</u>	<u>৪৫</u>
<u>উপসংহার</u>	<u>৪৬</u>

ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
<u>২৩</u>	১৫	তুমি দ্বারা	তুমি অসি দ্বারা
<u>২৪</u>	৬	বলিতেন ।	বলিতেন
<u>২৫</u>	১২	}	বিদ্যোতমা কালদাসের
			বিদ্যোত্তমা কালীদাসের
<u>৩২</u>	১৫	অন্তরিন্দ্রিয়	অন্তরেন্দ্রিয়

এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা।



আর্য্য রাজ্য।



আর্য্যেরা উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে আসিয়া বাস করিলেন।
বিষ্ণ্যাচল ও হিমালয় পর্বতের মধ্যবর্তী দেশ আর্য্যাবর্ত বলিয়া বিখ্যাত
হইল। ক্রমশঃ দেশ, গ্রাম, ও নগরে বিভক্ত হইল ও রাজ্য রক্ষার্থে গ্রাম ও
দেশ অধিকার নিযুক্ত হইল। রাজা কতিপয় মন্ত্রী লইয়া প্রত্যেক গ্রামের ও
রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। যেরূপ রাজ্য বিস্তীর্ণ
হইতে লাগিল, সেইরূপ কৃষি ও বাণিজ্য সর্ব স্থানে প্রকাশিত হইল। রাস্তা
ঘাট নিশ্চিত হইল ও শকট, নৌকা ও জাহাজের দ্বারা এক স্থানের বিক্রয়
দ্রব্যাদি অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক পার্থিব কার্য্যে
কালযাপন করিত। যে সকল আর্য্য সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন, তাঁহারা
জ্ঞান প্রকাশক হইলেন, তাঁহারা কেবল ঈশ্বর ও আত্মা চিন্তা করিতেন।
সকলের গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। তাঁহারা পরিবার লইয়া প্রতিদিন তিন
বার সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা করিতেন। এই সকল উপাসনা একত্রিত
হইয়া ঋগ্বেদ নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ বিরচিত
হয়। বেদ ছন্দস্ মন্ত্র অথবা সংহিতা ব্রাহ্মণ্যে ও সূত্রে বেদাঙ্গতে বিভক্ত।
ব্রাহ্মণের শেষাংশ আরণ্যক বলে, কারণ তাহা অরণ্যে পঠিত হইত। যাহা
বেদের শেষাংশ তাহাকে উপনিষদ বলে, কারণ আচার্য্যের নিকট বসিয়া পাঠ
করিতে হইত। যদিও বেদে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সংস্থাপিত, কিন্তু উপনিষদে
ঈশ্বর ও আত্মা যে অশেষ যন্ত্রপূর্বক চিত্তিত ও নিদিধ্যাসিত হইয়াছিল, তাহা
বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের উপদেশ এই—একই ঈশ্বর,
তাঁহাকে জান, তাঁহারি উপাসনা কর। আত্মার অমরত্ব লক্ষণ সংস্থাপিত;
কিন্তু জীবের পুনর্জন্ম-জন্মান্তরের কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্বের জাতি ছিল না

—পুরোহিত ছিল না—প্রকাশ্য উপাসনার স্থান ছিল না—মন্দির ছিল না—
প্রতিমা ছিল না। গৃহস্থ স্বয়ং পরিবারকে লইয়া উপাসনা করিতেন। যে
সকল স্তোত্র উপাসনা কালে পাঠিত হইত, তাহা হয়তো পূর্বের রচিত হইত
অথবা তৎকালে বিনা চিন্তনে সঙ্গীত হইত। যদি কোন বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের ও
পরিবারদের সকলের মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের বৃদ্ধি হয়, সে বন্ধন একত্র ঈশ্বর
উপাসনা করা, তখন সকলের আত্মা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে থাকে।
অসভ্য দেশে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমতুল্য জ্ঞান করে না—হয় তো কিস্করী
নয় তো গৃহ বস্তুর স্বরূপ বোধ করে এবং আজ্ঞানুবর্তিনী না হইলে প্রহারিত
অথবা দূরীকৃত হয়। আর্যেরা স্ত্রীকে সমতুল্য অর্দ্ধশরীর ও অর্দ্ধ জীবন জ্ঞান
করিতেন। স্ত্রী ভিন্ন ঈশ্বর উপাসনা, ধর্ম কার্য ও পারলৌকিক ধন সঞ্চয়
উত্তম রূপে হইত না। ঋগ্বেদের এক শ্লোকে লেখে, স্ত্রীই পুরুষের গৃহ—স্ত্রীই
পুরুষের বাটী। মনুও বলেন স্ত্রী গৃহ উজ্জ্বল করেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যো-বধূ।

পূর্বের স্ত্রীলোকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। স্বহৃদবাদিনী ও সদ্যোবধূ। উহাদিগের উপনয়ন হইত। স্বহৃদবাদিনীরা পতি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বেদ পড়িতেন ও পড়াইতেন, জ্ঞানানুশীলনার্থে তাঁহারা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতেন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে যে, মিনা ও বৈতরণী নামে দুই জন ব্রহ্মবাদিনী নারী ছিলেন। হরিবংশে লেখে যে বরুনার এক তপঃশালিনী কন্যা ছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, মহাত্মা আসুরি আত্ম-জ্ঞানার্থে কপিলের শিষ্য হইয়া শাবরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী ছিলেন। প্রিয় শিষ্য পঞ্চশিখ ঐ কপিলার নিকট ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক স্বহৃদজ্ঞানানুশীলনার্থে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। গার্গী নাম্নী এক তত্ত্বজ্ঞা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন। মহাভারতে লেখে যে সলভা নামে একটী স্ত্রীলোক দর্শন শাস্ত্র ভাল জানিতেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। স্বহৃদবাদিনীরা জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃত হইতেন। ধ্যান কাণ্ড জ্ঞান কাণ্ডের চরমাবস্থা। রঘুবংশে এক ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে। “এই সুতীক্ষ্ণনামা শান্তচরিত্র আর এক তপস্বী ইন্দ্রন প্রজ্বলিত হতাশন চতুষ্টিয়ের মধ্যবর্ত্তী ও সুব্র্য্যভিমুখী হইয়া তপোনিষ্ঠান করিতেছেন।” আরণ্যকাণ্ডে লেখে “চীরধারিণী জটীলা তাপসী শবরী” রাম দর্শনে অগ্নিতে প্রবেশ করত “আপন বিদ্যুতের^[১] ন্যায় দেহ প্রভায় চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে স্থানে সেই সুকৃতাশ্রম মুনিগণ বাস করিতেছিলেন, তিনি সেই পুণ্য স্থানে গমন করিলেন।”

যদিও ব্রহ্মবাদিনীরা ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞানানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তথাচ সদ্যোবধূরা পতিগ্রহণ করিয়াও উক্ত জ্ঞানে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অত্রিবংশীয় দুই নারী ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন। উত্তর রামচরিতেও লেখে যে অত্রিষ্মুনির বনিতা আবেগী পথে আসিতেছিলেন, একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? মুনিপত্নী বলিলেন, আমি বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম, সেখানে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা বাস করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী অতি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ পান। ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদে প্রকাশিত আছে।

সদ্যোবধূরা উত্তম রূপে শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার শিক্ষিত

কতিপয় আধ্যাত্মিক সদ্যোবধূর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

1. ↑ বিদ্যুতের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর যাহা উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

উচ্চ সদ্যোবধূ।



দেবহূতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৰ্দম মুনির স্ত্রী দেবহূতি স্বামীর বনে গমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, “আপনি প্রব্রজ্যার্থে গমন করিতেছেন। আমি কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিব? আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্তে কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক।”

পরে দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল তপোবল দ্বারা “নিরহংকার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিশূন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা” স্বাক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি পুত্রের নিকট আসিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করেন। কপিল বলেন “আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগ পুরুষের নিঃশ্রেয়সের কারণ, কেননা তাহাতেই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়।” কপিলের ‘উপদেশ জ্ঞানপ্রদ। তৃতীয় স্কন্ধে এই উপদেশ বাহ্যিক রূপে লিখিত আছে।



শান্তা।

শান্তার বিবাহ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত হয়। অগ্ন্যুৎসব ও সৌন্দর্য্য তিনি
অতুল্য ছিলেন।
